البنغالية
١٥٨

সূরাহ
ফাতেহার তাফ্সীর

মূল আরবীঃ
শায়খুল ইসলাম
মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব(রাহঃ)
ভাষান্তরেঃ
মোহাম্মাদ রকীবুদ্দীন হুসাইন

تفسير الفاتحة

تأليف شيخ الإسلام
محمد بن عبدالوهاب رحمة الله تعالى

ترجمة
محمد رقيب الدين أحمد حسين



The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Rawdhah Area
Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment
and Call and Guidance -Riyadh - Rawdhah
Tel. 4922422 - fax.4970561 E.mail: mrawdhah@hotmail.com P.O.Box 87299 Riyadh 11642

تَفْسِيرُ الْفَاتِحَة

تأليف
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله تعالى

ترجمة

محمد رقيب الدين أحمد حسين

« اللغة البنغالية »

সূরাহ

ফাতেহার তাফ্সীর

মূল আরবীঃ
শায়খুল ইসলাম
মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব(রাহঃ)

ভাষান্তরেঃ
মোহাম্মাদ রকীবুদ্দীন হুসাইন

১৪১৬ হিঃ - ১৯৯৬ ইং

ح دار الخير للنشر والتوزيع ، ١٤١٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان

تفسير سورة الفاتحة / ترجمة محمد رقيب الدين أحمد حسين - جدة .

٤٨ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٣ - ١ - ٩١٤٣ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١ . القرآن - سورة الفاتحة - تفسير أ . حسين ، محمد رقيب الدين أحمد (مترجم) ب . العنوان

ديوي ٢٢٧,٣ ١٧/١٧٥٣

رقم الايداع ١٧/١٧٥٣

ردمك : ٣ - ١ - ٩١٤٣ - ٩٩٦٠

الطبعة الأولى

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার কালামেপাক কোরআন শরীফের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ হলো এই সূরা ফাতেহা। এই সূরা সমগ্র কোরআন শরীফের সারসংক্ষেপ। পুর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এটিই প্রথম নাজেল হয় এবং কোরআন শরীফের প্রথমেই এর স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়। এজন্য এর নাম সূরা ফাতেহা (প্রারম্ভিকসূরা) রাখা হয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ "যার হাতে আমার জীবন মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা ফাতেহার দৃষ্টান্ত তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর প্রভৃতি কোন আসমানী কিতাবেতো নেই, এমনকি, পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই।" রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ "সূরা ফাতেহা সব রোগের ঔষধ বিশেষ"। অপর আরেকটি হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "যে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না"। (বুখারী ও মুসলিম)

সূরা ফাতেহা মূলতঃ একটি প্রার্থনা বিশেষ, যা আল্লাহপাক মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অবশিষ্ট কোরআন হলো তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব, যার মধ্যে মানবকুলের জন্য সহজ সরল ও সঠিক জীবন -পথের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) কর্তৃক রচিত সূরা ফাতেহার এই তাফসীরখানা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি এর মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দাহর মোনাজাত ও এবাদতে তাওহীদ এই বিষয় দুটু অত্যন্ত চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালে রচিত তাফসীর গুলোতে সাধারণতঃ বিষয় দুটো এমন গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয় নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বাংলাভাষী ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদে বাংলাভাষায় সূরা ফাতেহার এই তাফসীরখানা অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যারা আরবী ভাষায় অজ্ঞ বা অদক্ষ তারা যাতে কমপক্ষে ১৭ বার দৈনিক নামাজে পঠিতব্য এই সূরাটি স্থির চিত্তে পড়েন এবং কি বিষয়ে আল্লাহর সাথে মোনাজাত করছেন তার মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন। আল্লাহ পাকের দরবারে ভুলত্রুটির ক্ষমা চাই এবং তাঁর পবিত্র কালাম সম্পর্কিত এই খেদমতটুকু কবুল করার প্রার্থনা জানাই।

উল্লেখ্য যে, আমি এই অনুবাদের কাজে রিয়াদস্থ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কোরআন শিক্ষা বিভাগের প্রধান ডঃ ফাহ্দ বিন আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আল-রুমী কর্তৃক প্রতিপাদিত 'তাফ্সীরে ফাতেহা'র কপিটি অনুসরণ করেছি।

আল্লাহপাকই আমাদের তাওফীকদাতা।

অনুবাদক

এক নজরে

শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব তামীমী (রহঃ)।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর এক অন্যতম ধর্ম সংস্কারক ছিলেন। তিনি ১১১৫ হিজরীতে (১৭০৩খৃঃ) সৌদী আরবের নাজ্দ এলাকায় আল-উয়াইনা নামক শহরে এক ধর্মপ্রাণ ও সম্মানিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। আল-উয়াইনা শহরটি সৌদী আরবের বর্তমান রাজধানী রিয়াদের প্রায় ৭০ কিলো-মিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের পিতা ছিলেন আল-উয়াইনার একজন বিচার পতি। বংশগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তামীম গোত্রীয়। হাম্বালী মাজহাবের তৎকালীন একজন খ্যাতনামা আলেম হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব (রহঃ) বার বৎসর বয়সে পদার্পন করার আগেই পবিত্র কোরআন শরীফ হিফ্জ করে ফেলেন। এরপর তাঁর পিতাসহ স্থানীয় উলামাদের কাছে ফেকহ্, তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে অধ্যয়ন শুরু করেন। তারপর তিনি আরো অধিক বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন। প্রথমে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমণ করেন। সেখান

থেকে মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারতে যান, এবং সেখানকার উলামাগণের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। মদীনায় থাকা কালে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রাওজা মুবারক ও জান্নাতুলবাকীকে কেন্দ্র করে কিছু লোকের বেদ'আত ও অবৈধ ক্রিয়া কর্মের প্রতি তাঁর তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এবং তাদের এজাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নছিহত করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় এলাকা নাজ্‌দে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন পর তিনি বাসরা সফরে বের হন। সেখানে বেদ'আত ও কুসংস্কার যা দেখতে পেলেন তা ছিল মদীনা মুনাওয়ারায় সংগঠিত কুসংস্কারের চেয়েও অধিক ও মারাত্মক। সেখানে ছিল সজ্জিত কবর সমূহ, লোক এগুলো তাওয়াফ করত এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মুসেহ করত। এতদ্ব্যতীত ছিল আরও অনেক বেদ'আত ও কুসংস্কার যা দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং সেখানকার লোকদের এজাতীয় কাজ করতে নিষেধ করেন।

কিন্তু শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্‌হাবের বেদা'আত বিরোধী এই ভূমিকা সেখানকার লোক গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তাঁকে বসরা থেকে বের করে দিল। শুন্যপদ, শুন্যহাত ও নগ্ন মস্তকে অসহায় অবস্থায় গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্রের মাঝে তিনি বসরা থেকে বের হয়ে পড়েন। পথিমধ্যে পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত

হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছিল। আল্লাহর রহমতে জুবায়রবাসীরা তাকে আশ্রয় দিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে।

কথিত আছে যে, তিনি বসরা ত্যাগের পর সিরিয়া অভিমুখে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য সেদিকে না গিয়ে আল-আহসার পথে নাজ্দ প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব হুরাইমিলা নামক শহরে পিতার সাথে অবস্থান শুরু করেন। ইতিপূর্বে তাঁর পিতা আল-উয়াইনা থেকে হুরাইমিলায় বদলি হয়ে যান। হিজরী ১১৫৩ সনে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি একাই দাওয়াত ও সংস্কারের কাজে সমূহ বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি তাওহীদের উপর বই লিখা শুরু করেন। বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও তাঁর সুনাম ও দাওয়াতের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর হুরাইমিলাবাসীরা তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার মুলক কাজে একমত হতে না পেরে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি আল-উয়াইনায় উপস্থিত হন। সেখানকার শাসক তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সমাধির উপর তৈরী

অনেক গম্বুজ ও নানাবিধ কুসংস্কারের কেন্দ্র গুলো ধ্বংস করেন এবং খাঁটি তাওহীদের বার্তা লোক সমাজে প্রচার করতে থাকেন।

এখানেও শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব হিংসুক ও সংস্কার বিরোধী লোকদের ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাননি। অবশেষে, এখান থেকেও তাকে বিদায় নিতে হলো। অতঃপর তিনি রিয়াদের নিকটবর্তী দারইয়া নামক শহরে উপনীত হন। সেখানকার শাসক আমীর মুহাম্মদ বিন সউদ তাঁকে স্বাগত জানান এবং দ্বীনে হকের প্রচার এবং সুন্নাতে রাসূলকে জীবন্ত ও বেদ'আত নির্মূল অভিযানে সব রকমের সাহায্য সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

এমনিভাবে দারইয়া শহরকে কেন্দ্রকরে শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব দ্বীনের দাওয়াত পুনরোদ্দমে শুরু করেন। নিকটবর্তী ও দুরবর্তী এলাকার শাসক, গোত্রীয় প্রধান ও উলামাবর্গের প্রতি দাওয়াত ও সংস্কারের কাজে তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য পত্র লিখে আহ্বান জানান। ফলে অনেকেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংস্কার ও দাওয়াতের কাজে ঝাপিয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দারইয়া আগ-মণের পর আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ ও শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের মধ্যে হিঃ ১১৫৭ সনে দাওয়াত ও সংস্কারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের যে ঐতিহাসিক চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা "দারইয়া চুক্তি" নামে সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই চুক্তিটি সংস্কার মূলক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণে গোটা আরব উপদ্বীপ তথা আধুনিক মুসলিম বিশ্বে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। নির্মল তাওহীদ ও শরীঅতের বিধিবিধানের দিকে প্রত্যাবর্তনের এই আহ্বান নাজদ এলাকায় এক ধর্মীয় পুনঃজাগরণের প্রবাহ সৃষ্টি করে। যথাযথভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা হয়, বেদা'আত, কুসংস্কার, শিরক ও অবৈধ কর্মাদি বিলুপ্ত হয় এবং দিকে দিকে খাঁটি তাওহীদের বাণী ছড়িয়ে পড়ে।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব ইত্যবসরে এবাদত, তা'লীম ও ওয়াজ নছীহতে মনোনিবেশ করেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বই পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে তাওহীদ, ঈমান, ফাজাইলে ইসলাম, কাশফুশ শুবহাত ও মাসাইলে জাহিলিয়াহ প্রভৃতি ছিল অন্যতম।

প্রকৃত তাওহীদের বার্তাবাহক, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দুর্জয় সেনা ও শরীঅতের বিধিবিধান বাস্তবায়নের আপোষহীন সংগ্রামী এই মহান ধর্মীয় নেতা শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব ১২০৬ হিজরী সনে দারাইয়ায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহপাক তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আমীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)

প্রিয় পাঠক, (আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন, আপনাকে তাঁর হেফাজতের আওতায় পরিবেষ্টিত রাখুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি আপনার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন।) জেনে রাখুন, নামাজের প্রাণ অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য হল এর মধ্যে অন্তরকে আল্লাহ তা'-আলার প্রতি নিবিষ্ট রাখা। সুতরাং যদি কোন নামাজ উপস্থিত ও নিবিষ্ট অন্তর ব্যতিরেকে আদায় করা হয় তাহলে তা হবে প্রাণহীন দেহের মত অসার। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"সেই সব মুছল্লিদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন" (আল-মাউন, ৪-৫)

এখানে السهو (উদাসীনতা) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়ঃ নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ে উদাসীনতা, নামাজের মধ্যে পালনীয় ওয়াজীব সম্পর্কে উদাসী-

নতা এবং নামাজে আল্লাহর প্রতি অন্তর হাজের ও নিবিষ্ট করতে উদাসীনতা। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীছ উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রতিপাদন করে। উক্ত হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنـافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا،

"এটা মুনাফিকের নামাজ, এটা মুনাফিকের নামাজ, এটা মুনাফিকের নামাজ, সে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, যখনই সূর্য অস্ত যাওয়ার সন্ধিক্ষণে শয়তানের শিঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে, তখন সে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি করে চার রাকাত নামাজ এমন ভাবে পড়ে নেয় যার মধ্যে সে আল্লাহর যিকির অল্পই করে থাকে"।[১]

এখানে (সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে) দ্বারা সময়ের অপচয়, (তড়িঘড়ি করে চার রাকাত নামাজ পড়া) দ্বারা নামাজের রুকন

ছহীহ মুসলিম (আল-মাসাজিদ), আবু-দাউদ (আছ্-ছালাত), তিরমিজী (মাওয়াকীতে ছালাত), নাসায়ী (মাওয়াকীতে ছালাত) ও মসনদে আহমদ।

গুলো সঠিক ভাবে পালন না করা এবং (সে অল্পই আল্লাহর যিকির করে থাকে) দ্বারা নিবিষ্ট ও স্থিরচিত্ত না হওয়ার প্রতি ইং- গিত করা হয়েছে। একথা অনুধাবনের পর পাঠক মহোদয় নামাজের অন্তর্ভুক্ত এক বিশেষ রুকন ও এবাদত উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন, আর তা হলো "সূরা ফাতেহা" পড়া, যাতে আল্লাহপাক আপ- নার নামাজ বহুগুণ ছওয়াব বিশিষ্ট পাপমোচনকারী মকবুল নামাজের মধ্যে গণ্য করে নেন।

সূরা ফাতেহা সঠিক ভাবে অনু- ধাবনের পথ উন্মুক্ত করার এক সর্বোত্তম সহায়ক হল সহীহ মুসলিমে সংকলিত হজরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদীছ। তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি ছালাত (সূরা ফাতেহা) আমার ও আমার বান্দাহ্র মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি, আর, আমার বান্দাহ যা চাইবে তা-ই তাকে দেওয়া হবে।

বান্দাহ্ যখন বলেঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেনঃ- আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দাহ্ বলেঃ

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(পরম করুণাময় অতি দয়ালু)

তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দাহ আমার গুণগান করলো। যখন বান্দাহ বলেঃ

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

(প্রতিফল দিবসের মালিক)

তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দাহ আমার মর্যাদা বর্ণনা করলো। যখন বান্দাহ বলেঃ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

(আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই) তখন আল্লাহতা'আলা বলেনঃ এটা আমার ও আমার বন্দাহ্র মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দাহ্র জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চাইবে।

অতঃপর যখন বান্দাহ বলেঃ

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(আমাদের সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের তুমি নিয়ামত দিয়েছ, তাদের পথ নয় যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ঠ।)
তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "এ সব তো আমার বান্দাহ্র জন্য এবং আমার বান্দাহ যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে"।[১] (হাদীছ সমাপ্ত)

বান্দাহ যখন একথা চিন্তা করবে এবং জানতে পারবে যে, সূরা ফাতেহা দু'ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগ إِيَّاكَ نَعْبُدُ পর্যন্ত আল্লাহ্র জন্য, আর, দ্বিতীয় ভাগ সূরার শেষ পর্যন্ত যা বলে বান্দাহ দো'আ করে, তার নিজের জন্য এবং একথাও যখন সে চিন্তা করবে যে যিনি এই দোআ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি হলেন কল্যাণময় মহান আল্লাহতা'আলা। তিনি

(১) ছহীহ মুসলিম (আছ-ছালাত), আবু-দাউদ (আছ-ছালাত),তিরমিজী (তাফসীরে কোরআন) এবং নাসায়ী (আল-ইফতেতাহ)

তাকে এই দো'আ পড়ার এবং প্রতি রাকাতে তা পূনর্ব্যক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহপাক দয়া ও করুণা বশতঃ এই দো'আ কবুলের নিশ্চয়তা ও দিয়েছেন যদি বান্দাহ নিষ্ঠা ও উপস্থিত চিত্তে তা করে থাকে, তখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে অধিকাংশ লোক অবহেলা ও উদাসীনতার ফলে নামাজে নিহিত কি যে মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে থাকে!

কবিতাঃ-

قد هيئوك لأمرلوفطنت له
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
وأنت في غفلة عما خُلقت له
وأنت في ثقة من وثبة الأجل
فزك نفسك مما قد يدنسها
واختر لها ما ترى من خالص العمل
أأنت في سكرة أم أنت منتبهاً
أم غرّك الأمن أم ألهيت بالأمل

"অসৎ লোকেরা তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফাঁদ পেতেছে, হায়, তুমি যদি তা আঁচ করে নিতে। অতএব, ঐসব অবাঞ্ছিত লোকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখ"।

"তুমি তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন এবং অহেতুক বিশ্বাস কর যে, মৃত্যু তোমাকে সহজে পাকড়াও করবেনা"।

"যা তোমার আত্মাকে কলুষিত করতে পারে তা থেকে তুমি উহা পবিত্র রাখ এবং এর মঙ্গলের জন্য খালেছ নেক আমল অর্জন কর"।

"তুমি কি বিভুর না সতর্ক? নিরাপদ তোমায় প্রবঞ্চনা দিল, না অভিলাষ তোমাকে অমনোযোগী করে ফেলেছে"?

প্রিয় পাঠক, আমি এই মহান সূরার কিছু মর্মার্থ এখানে পেশ করছি। আশা করি, আপনি উপস্থিত চিত্তে নামাজ পড়বেন এবং মুখে যা ব্যক্ত করেন তা যেন আপনার অন্তর উপলব্ধি করে থাকে। কেননা, মুখে যা উচ্চারিত হয় তা যদি অন্তর বিশ্বাস না করে তাহলে এটা কোন নেক কাজ হিসেবে পরিগণিত হয় না। যেমন, আল্লাহপাক বলেনঃ

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

"তারা মুখে মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই" (সূরা ফাত্হ-১১)

এখন সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথমে "ইস্তেআজা" (আউজুবিল্লাহ) এবং পরে "বাস্মালাহ" (বিস্মিল্লাহ) এর অর্থগত বর্ণনা দিয়ে সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা শুরু করছিঃ

ইস্তে'আজা- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ্র কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে)

এর অর্থ হলঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাঁর দরবারে নিরাপত্তা কামনা করি এই মানব শত্রু বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যাতে, সে আমার ধর্মীয় বা পার্থিব কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে, আমি যে বিষয়ে আদিষ্ট তা সম্পাদনে সে যেন আমাকে বাধা দিতে না পারে এবং যা নিষিদ্ধ তার প্রতি সে যেন আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। কেননা, যখন বন্দাহ নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত বা অন্য কোন কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা পোষণ করে

থাকে, তখন এই শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠে। আর, তা এই জন্য যে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা ব্যতীরেকে আপনার পক্ষে শয়-তানকে দূর করার কোন উপায় নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদের এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদের দেখতে পাওনা" (সূরা আল-আ'রাফ- ২৭)

সুতরাং আপনি যখন আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরবেন তখন তা নামাজের মধ্যে আপনার আন্তরিক উপস্থিতি বা একাগ্রচিত্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, আপনি এই বাক্যের মর্মার্থ ভালভাবে অনুধাবন করবেন এবং অধি-কাংশ লোকের ন্যায় শুধু মুখে মুখে তা ব্যক্ত করে ক্ষান্ত হবেন না।

বাস্‌মালাহ্ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র নামে)

এর অর্থ হলঃ আমি একাজে- পড়া, দো'আ বা অন্য যা কছিুই হোক নিয়োজিত হলাম আল্লাহ্‌র নামে, আমার শক্তি সামর্থের বলে নয়, বরং একাজ সম্পাদন করতে যাচ্ছি আল্লাহ পাকের সাহায্য, তাঁর কল্যাণময় ও মহান নামের বরকত কামনা করে। ধর্মীয় ও পার্থিব প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে এই "বাস্‌মালাহ" পড়তে হয়। সুতরাং যখন আপনি মনে করবেন যে, আপনার এই পড়া কেবল আল্লাহ্‌রই সাহায্য নিয়ে শুরু হচ্ছে, স্বীয় শক্তি সামর্থের তোয়াক্কা করে নয়, তখন তা আপনার অন্তরের উপস্থিতি ও যাবতীয় কল্যাণ লাভের পথে সমূহ প্রতিবন্ধক দূরীকরণে প্রধান সহায়ক হয়ে থাকবে।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অতি দয়ালু)

রহমত থেকে উদ্ভুত গুণবাচক দুটো নাম। তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর অর্থবহ। যেমন

(সর্বজ্ঞ ও অতি জ্ঞানী) হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এ গুণবাচক নাম দুটো অতি সূক্ষ্ম, তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর সুক্ষ অর্থাৎ অধিক রহমত সম্পন্ন।

সূরা ফাতেহা

সূরা ফাতেহা সাতটি আয়াতের সমষ্টি। প্রথম তিন আয়াত ও চতুর্থ আয়াতের প্রথমার্ধ আল্লাহ্‌র জন্য এবং চতুর্থ আয়াতের দ্বিতীয়ার্ধ সহ শেষ তিন আয়াত বান্দাহ্‌র জন্য। সূরার প্রথম আয়াতঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভূ-প্রতিপালক)

জেনে রাখুন, اَلْحَمْدُ এর অর্থ ঐচ্ছিক উপকার সাধনের উপর মৌখিক প্রশংসা ব্যক্ত করা। মৌখিক প্রশংসা বলে কাজের মাধ্যমে যে প্রশংসা হয় তা পৃথক করে দেওয়া হল। কাজের মাধ্যমে প্রশংসা যাকে "অবস্থার ভাষা" বলা হয়, মূলতঃ তা কৃতজ্ঞতারই এক প্রকার। ঐচ্ছিক উপকার বলে এমন কাজই বুঝানো হয়েছে যা মানুষ আপন ইচ্ছায় করে থাকে। আর, যে উপকার বা উত্তম কাজে মানুষের কোন হাত নেই যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইত্যাদি, এমন বিষয়ের উপর

প্রশংসা করাকে হাম্‌দ না বলে মাদহ্‌ বলা হয়ে থাকে। হাম্‌দ এবং শুক্‌র এতদু-ভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলোঃ হামদের মধ্যে গুণাবলী বর্ণনাসহ প্রশংসিত জনের মাদ্‌হ ও প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা প্রশংসাকারীর প্রতি কোন এহ্‌সানের বিনিময়ে সাধিত হোক অথবা বিনিময় ছাড়া হোক। আর, শুক্‌র কেবল কৃতজ্ঞের প্রতি এহ্‌সানের বিনিময়েই হয়ে থাকে। এ দিক দিয়ে শুক্‌রের চেয়ে হাম্‌দ ব্যাপক। কেননা, হাম্‌দ এর মধ্যে গুণা-বলী ও এহ্‌সান উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

তাই, আল্লাহ পাকের হাম্‌দ করা হয় তাঁর সর্বসুন্দর নাম সমূহ এবং পূর্বাপর তাঁর সমূহ সৃষ্টির উপর। এই জন্য আল্লাহপাক বলেনঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

"আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা যিনি তাঁর কোন সন্তান বানান নি....।" (সূরা-ইস্‌রা, ১১১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আল-আন'আম-১) এই প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

শুক্‌র কেবল দান বা অনুগ্রহের বিনিময়েই হয়ে থাকে। তাই, এদিক দিয়ে এর প্রয়োগ উক্ত হামদের চেয়ে সীমিত। তবে, তার প্রয়োগ অন্তর, হাত ও ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে। এই জন্য আল্লাহপাক বলেছেন।

اَعْمَلُوْٓاٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

"হে দাউদ বংশধরগণ, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমরা নেক কাজ করে যাও"। (সাবা-১৩) পক্ষান্তরে, হাম্‌দ কেবল অন্তর এবং ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হয়। এই দিক দিয়ে শুক্‌র তার বিভিন্ন প্রকার অনুসারে অধিকতর ব্যাপক এবং হাম্‌দ তার উপলক্ষের দিক দিয়ে অধিকতর ব্যাপক।

اَلْحَمْدُ এর আলিফ ও লাম সার্বিক বা বর্গীয় অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সর্ববিধ প্রশংসা এর অন্তর্গত এবং সবই আল্লাহ পাকের জন্য, অন্য করো জন্য নয়। এমন সব কাজ যাতে মানুষের কোন হাত

নেই যেমন মানুষ সৃষ্টি, চক্ষু, অন্তর ইত্যাদি সৃষ্টি, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং জীবিকারাজি প্রদান ইত্যাদি, এই জাতীয় কাজের উপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা স্পষ্ট। আর, যে সব কাজের উপর মখলুক প্রশংসা কুড়ায়, যেমন, নেক বান্দাহ ও নবী-রাসূলগণ যে সব কাজের জন্য প্রশংসিত হন, এই ভাবে কেউ কোন মঙ্গল কাজ করলে, বিশেষ করে তা যদি আপনার উদ্দেশ্যে করে থাকে, এই সমস্ত প্রশংসাও আল্লাহ পাকের প্রাপ্য। তা, এই অর্থে যে, আল্লাহ পাকই এই কর্তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে এই কাজ করার উপকরণ প্রদান করেছেন এবং তাকে এই কাজের উপর আগ্রহী ও সমর্থ করেছেন। এ ছাড়া আরো অনেক অনুগ্রহ দান করেছেন যার কোন একটার অবর্তমানে এই কর্তা ব্যক্তি প্রশংসিত হতে পারে না। এই দৃষ্টিতেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক"। "আল্লাহ" আমাদের মহান ও কল্যাণময় প্রভু প্রতিপালকের নাম। এর অর্থঃ ইলাহ অর্থাৎ মা'বুদ (উপাস্য) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ

"এবং তিনিই আল্লাহ আকাশ মন্ডলীতে ও পৃথিবীতে" অর্থাৎ তিনি মা'বুদ আকাশ মন্ডলীতে এবং মা'বুদ এই পৃথিবীতে। (সূরা আল-আন্‌-'আম- ৩)

আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র বলেনঃ

إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

অনুবাদঃ "আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময় আল্লাহর নিকট বান্দাহরূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তাদেরকে বিশেষ ভাবে গণনা করে রখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তারা সবাই আল্লাহর সমীপে একাকী অবস্থায় উপস্থিত হবে"। (সূরা মরিয়ম-৯৩-৯৫)

رَبِّ এর অর্থ প্রভু, প্রতিপালক, নিয়ন্তা। الْعٰلَمِيْنَ একবচনে العالم মহান কল্যাণময় আল্লাহ বাদে সবকিছুকে আলম নামে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ বাদে প্রত্যেক বাদশাহ, নবী, মানুষ, জ্বীন ইত্যাদি প্রতিপালিত, বশবর্তী, নিয়ন্ত্রিত, ফকির ও মুখাপেক্ষী। সবই এক মহান সত্তার প্রতি সম্পর্কিত, এতে তার কোন শরীক নেই। তিনিই পর মুখাপেক্ষী বিহীন সত্তা এবং তাঁরই প্রতি সর্ববিষয় সম্পর্কিত।*

এরপর আল্লাহপাক উল্লেখ করেনঃ

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

অন্য এক ক্বিরাতে আছেঃ

مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

এখানে দ্রষ্টব্য যে, আল্লাহপাক কোরআনের প্রথম সূরার একই স্থানে যেভাবে উলুহিয়াহ, রুবুবিয়াহ ও মুলকের বা আধিপত্যের উল্লেখ করেছেন সেভাবে কোরআনের শেষ সূরায় এগুলোর উল্লেখ

---

* اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর অর্থ বিস্‌মিল্লাহর ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

করে তিনি বলেনঃ

قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس

"বল (হে রাসূল) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের, মানুষের অধি-পতির, মানুষের মা'বুদের"।

মহান কল্যাণময় আল্লাহ কোর-আনের প্রথম দিকে একস্থানে তাঁর এই তিনটি গুণের উল্লেখ করেছেন, আবার এই গুণত্রয় কোরআনের শেষাংশে এক-স্থানে একত্রে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চায় তার উচিত এই স্থানদ্বয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা এবং এই সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনায় সচেষ্ট হওয়া। তার আরো জানা উচিত যে মহাজ্ঞানী আল্লাহপাক কোরআনের প্রথমে, আবার কোরআনের শেষাংশে একত্রে এগুলোর উল্লেখ এক-সাথে করেছেন, কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, এগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করা, এবং এগুলোর পরস্পরের মধ্যে অর্থগত ব্যব-ধান সম্পর্কে বান্দাহর অবগত হওয়া অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি গুণের একটা

নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যা অন্যটির মধ্যে নেই। যেমন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তিনটি গুণ, আল্লাহর রাসূল, সর্বশেষ নবী এবং আদম সন্তান। মোটকথা, এর প্রত্যেকটির এক একটি অর্থ রয়েছে যা অন্যটি থেকে ভিন্ন।

যখন এ কথা জানা হল যে আল্লাহর অর্থ ইলাহ এবং ইলাহ যিনি তিনিই মাবুদ। অতঃপর তুমি তাকে ডাকো, তার নামে কুরবানী করো বা তাঁর নামে মানত কর তখন সত্যিকার ভাবে তুমি বিশ্বাস করলে যে তিনিই আল্লাহ। আর, যদি কোন সৃষ্টিকে ডাকো ভালো হউক আর মন্দ হউক বা তাঁর নামে কুরবানী বা তাঁর নামে মানত কর তাহলে তোমার বিশ্বাস হল যে এটাই তোমার আল্লাহ। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে সে তার জীবনের ক্ষণিকের জন্য হলেও 'শামসান'[১] অথবা

---

(১) শামসানঃ প্রকৃত নাম- মুহাম্মদ বিন-শামসান। তার ছেলেরা তার নামে মানত করার জন্য লোকদের নির্দেশ দিত। লোক তাকে বিশেষ ওলী ও শাফা 'আতের অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করত।

'তাজ'(১) কে আল্লাহ হিসাবে বিশ্বাস করেছে তা হলে সে বণি ইসরাঈলদের পর্যায়ে পতিত হবে যখন তারা গো বাছুর উপাসনা করেছিল। অতঃপর যখন তাদের কাছে তাদের ভ্রান্তি ধরা পড়লো তখন তারা ভীতসন্ত্রস্থ ও অনুতপ্ত হয়ে যা বলেছিল তা আল্লাহপাক কোরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ١٤٩

"অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গুমরাহ হয়ে পড়েছি, তষন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পারওয়ারদেগার করুণা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব"। (সূরা আ'রাফ-১৪৯)

---

(১) তাজঃ রিয়াদের অদূরে 'আল-খারজ' এলাকার অধিবাসী ছিল। লোক তাকে বিশেষ ওলী ও অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। তার নামে মানব জমা করা হত। শাসক বৃন্দ তাকে ও তার অনুসারীদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। তাজ ও শামসানের দ্বারা নাজদ এলাকায় অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়েছিল।

رَبِّ এর অর্থ হল মালিক, নিয়ন্তা। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর মালিক এবং তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা। এটি ধ্রুব সত্য। প্রতিমা পুজকরা যাদের বিরুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করেছেন তারা আল্লাহর এই গুণ স্বীকার করত। আল্লাহপাক এই সম্পর্কে কোর-আন শরীফের একাধিক স্থানে বর্ণনা-করেছেন, যেমন সূরা ইউনুসের এক আয়াতে বলেনঃ

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

(হে রাসূল) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রিজিক দান করে তোমাদেরকে আকাশ থেকে ও পৃথিবী থেকে? কিংবা কে তোমাদের কান ও চক্ষের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে এবং কে-ইবা মৃতকে জীবিতদের মধ্য থেকে বের করেন, ? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ।

তখন তুমি বল, তারপর ও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবেনা” (সূরা ইউনুস-৩১)

সুতরাং যে ব্যক্তি বিপদ মুক্তি ও প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে ডাকে এবং পরে এই উদ্দেশ্যে কোন মখলুককেও ডাকে, বিশেষকরে মখলুক-কে ডাকার সাথে তার এবাদতের সাথে নিজের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট করে ফেলে যেমন সে ডাকার সময় বলে “অমুক তোমার বান্দাহ” বা আলীর বান্দাহ বা নবীর বান্দাহ অথবা যুবাইরের বান্দাহ। তখন এর দ্বারা সে মখলুকের রুবুবিয়াত স্বীকার করে নিল এবং সমগ্র বিশ্বের রব হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করল না বরং তার রুবুবিয়াতের কিছু অংশ অস্বীকার করে বসলো।

আল্লাহপাক সে বান্দাহকে রহম করুন যে নিজেকে নছীহত করে এবং এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবনের চেষ্ঠা করে, আর, এই সম্পর্কে ছিরাতে মুস্তাকীমের অনুসারী আলিমগণের ভাষ্য জিজ্ঞেস করে। তারা সূরাটির ব্যাখ্যা এই ভাবে করেছেন কি না?

الملك শব্দের ব্যাখ্যা একটু পরে আসছে ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহপাকের বাণীঃ

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

(প্রতিফল দিবসের মালিক) অন্য ক্বিরাতে

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

(প্রতিফল দিবসের অধিপতি) উভয় আকারে সকল ভাষ্যকারদের নিকট এর অর্থ তা-ই যা আল্লাহপাক তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে ব্যক্ত করেছেন। তা হলঃ

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

"আর, তুমি কর্মফল দিবস সম্পর্কে কি জান? আবার, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? সে দিন কেউ কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখবেনা। সে দিন ক্ষমতা থাকবে শুধু আল্লাহর হাতে। (সূরা ইন্‌ফিতার-১৭-১৯)

যে ব্যক্তি এই আয়াতের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করবে এবং জানতে পারবে যে, কর্মফল দিবস ও অন্যান্য দিবস সহ সব কিছুর মালিক আল্লাহপাক হওয়া সত্ত্বেও এই দিনের (ক্বিয়ামতের)

অধিকারকে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সে উপলব্দি করতে পারবে যে এখানে সেই মহান বিষয়টিকে ই খাছ করে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা অনুধাবন করে যে বেহেস্ত যাওয়ার সে বেহেস্তে যাবে এবং যা পরিজ্ঞাত না হয়ে যে দোযখে যাওয়ার সে দোযখে যাবে। বিষয়টি অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণ অধিকার একমাত্র আল্লাহ পাকের' এই অর্থ কতইনা মহান যার উপর বিশ বছর ধরে চিন্তা ভাবনা করলেও এর যথাযথ হক আদায় সম্ভব হবেনা। কোথায় সে মর্মার্থ ও এর প্রতি বিশ্বাস এবং কোরআন কর্তৃক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত বিষয়ের উপর ঈমান, আর, কেথায় এই সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী– "হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা, আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে একটুও বাঁচাতে পার-বনা"। কোথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই কথা, আর, কোথায় সে বোরদা কবি বোছাইরির উক্তিঃ

"হে রাসূলুল্লাহ, তোমার মর্যাদা আমার জন্য সংকোচিত হবেনা যখন আল্লাহ করীম আমার উপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবেন। মুহাম্মদ

নাককরণে আমার প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তাঁর উপর। আর, তিনিই হলেন সর্বাধিক দয়িত্ব পূরণকারী। দয়া করে যদি তিনি হাতে ধরে আমায় উদ্ধার না করেন তা হলে আমার পদস্খলন নিশ্চিত"।

নিজের মঙ্গল কামনাকারীর পক্ষে উপরোক্ত কবিতা গুচ্ছ ও তার অর্থ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যে সকল সাধারণ মানুষ ও তথাকথিত আলেমবর্গ যারা এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট এবং কোরআন শরীফের পরিবর্তে এগুলো যারা আবৃত্তি করে তাদেরও এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিত। কোন বান্দাহর অন্তরে কি এই কবিতা গুচ্ছের প্রতি বিশ্বাস আর, আল্লাহ পাকের বাণীঃ

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

"যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর" (সূরা ইন্‌ফেতার-১৯) এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছঃ

"হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা, আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে একটুও বাঁচাতে পারব না।" এর প্রতি বিশ্বাস একত্রিত হতে পারে? আল্লাহর শপথ তা হতে পারেনা, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না আল্লাহর শপথ তা হতে পারে না, যেমন একত্রিত হতে পারেনা এ কথা 'হজরত মূসার (আঃ) কথা সত্য এবং ফেরআউ-নেরও কথা সত্য, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আবু জাহেলও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত'। কবিতাঃ

(আল্লাহর শপথ, বিষয় দুটু সমান নয়। তা একত্রিত হতে পারেনা যতক্ষণ না কাকের মাথা শুভ্র বর্ণের হবে।)

সুতরাং যে ব্যক্তি এই বিষয়টি অনুধাবন করবে এবং বুরদার কবিতা ও এর প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করবে সে ভাল করেই ইসলামের অসহায়তা উপলব্দি করতে পারবে। এটাও উপলব্দি করতে পারবে যে শত্রুতা এবং আমাদের জান মাল ও নারীদের হালাল মনে করা প্রকৃত পক্ষে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কাফির বলা বা

তাদের সাথে যুদ্ধ করার কারণে নয় বরং তারাই (বিরোধীরা) আমাদের উপর যুদ্ধ ও কুফরি ফতওয়া শুরু করেছে। শুরু করেছে তখনই যখন আল্লাহপাকের নিম্নোক্ত বাণী তুলে ধরা হলঃ আল্লাহপাক বলেনঃ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকোনা" (সূরা জ্বিন-১৮)

আল্লাহপাক আরো বলেনঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

"তারা যাদের আহ্বান করে তারাইতো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতম হতে পারে (সূরা ইস্‌রা- ৫৭)

তিনি আরও বলেনঃ

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ

"সত্যের আহ্বান তাঁরই, যারা তাঁকে ব্যতীত অপরকো আহ্বান করে তাদের কোনই সাড়া দেয় না ওরা" (সূরা রা'দ-১৪)

এই হল সকল মুফাস্‌সিরগণের ঐক্যমতে আল্লাহর বাণী مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ এর মর্মার্থের কিয়দাংশ। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সূরা ইন্‌ফিতারের কয়েকটি আয়াতে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, (আল্লাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন) জেনে রাখুন, সর্বদা অসত্যের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

আরবীতে বলা হয়ঃ

وبضدها تتبين الأشياء

'অর্থাৎ সকল বস্তু তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে'।

প্রিয় পাঠক, উপরে যা বলা হল সে বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর চিন্তা ভাবনা করে দেখুন, নিশ্চয়ই আপনি সঠিক ভাবে জানতে পারবেন, আপনার প্রপিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্ম। ফলে, সেই পথে চলে তাদের উভয়ের সাথে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত

হবেন এবং এই পৃথিবীতে সত্য পথ থেকে দুরে থাকার কারণে কর্মফল দিবসে হাউজ কাউসার থেকে বিদুরিত হবেন না, যেমন বিদুরিত হবে সেই ব্যক্তি যে তাদের পথে লোকদের বাধা প্রদান করেছিল। আশা করি, আপনি ক্বিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর দিয়ে নিরাপদে পার হবেন। আপনার পদ-স্খলন ঘটবেনা, যেমনি ঘটবে ঐ ব্যক্তির পৃথিবীতে তাদের (ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ) ছিরাতে মুস্তাকীম থেকে যার পদস্খলন ঘটে থাকবে। সুতরাং আপনার কর্তব্য সর্বদা ভয় ও উপস্থিত চিত্তে এই ফাতে-হার দো'আ পাঠ করা।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

("হে আল্লাহপাক), আমরা শুধু তোমারই এবা-দত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য কামনা করি"।

এবাদতের অর্থ পূর্ণ মহব্বত, চরম বিনয়, ভয় ও অবচয়ন। এখানে কর্মকে ক্রিয়ার পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ক্রিয়ার প্রতি অধিকতর

গুরুত্ব প্রদান এবং ক্রিয়াকে কর্মের মধ্যে সীমিত রাখা। অর্থাৎ অন্য কারো নয় কেবল তোমারই এবাদত করি এবং কেবল তোমার উপরই ভরসা করি। এটাই হল চরম আনুগত্য। ধর্মের সব-কিছুই এ দুটো অর্থের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম অর্থে শিরক থেকে এবং দ্বিতীয় অর্থে স্বীয় শক্তি সামর্থ থেকে বিমুক্তি কামনা করা হচ্ছে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ এবাদতে কেবল তোমা-রই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করি। এর অর্থঃ আপনি আপনার প্রভু প্রতিপালকের সাথে ওয়াদা ও চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, আপনি তাঁর সাথে তাঁর এবাদতে কাউকে শরীক করবেন না, হোক না সে স্বর্গীয় কোন ফেরেশতা বা নবী বা অন্য কেউ। যেমন, সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছেঃ

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"এবং সে তোমাদের নির্দেশ দেয় না যে তোমরা ফেরেস্তা ও নবীগণকে নিজেদের প্রতি-পালকরূপে গ্রহণ করে নাও তোমরা মুসলমান

হবার পর সে কি তোমাদের কুফরী শিখাবে”? (সূরা আলে-ইমরান ৮০)

আয়াতটি অনুধাবন করুন এবং স্মরণ করুন, পূর্বে রুবুবিয়াত সম্পর্কে আলোচনায় যা বলেছিলাম। তাজ ও শামছানের প্রতি আরোপিত কু-বিশ্বাস ও কুসংস্কার জাতীয় কাজ যদি সাহাবাগণ রাসূলগণের সাথে করলে মুসলমান হও-য়ার পর কাফের হয়ে যেত তা হলে যে লোক ঐরূপ কাজ তাজ বা তার অনুরূপ লোকের সাথে করে সে কি হতে পারে?

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“এবং আমরা শুধু তোমারই সাহায্য কামনা করি”।

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর মধ্যে দুটো বিষয় রয়েছে, প্রথম বিষয়- আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং তা হল তাওয়াক্কুল করা এবং স্বীয় শক্তি সামর্থ থেকে বিমুক্ত হওয়া, আর, দ্বিতীয় বিষয় হল- বাস্তবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সাহায্য লাভের তলব পেশ করা। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সাহায্য প্রার্থনা বান্দাহ্‌র ভাগে পড়ে।

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

(হে আল্লাহ) "আমাদের সরল সহজ পথে চালাও"।

এটাই হল, আল্লাহর নিকট বান্দাহ্র স্পষ্ট দো'আ, যা, বান্দাহ্র ভাগে রয়েছে। এর অর্থ বিনয়, নম্র, অবিচল হয়ে আল্লাহ্র নিকট এই প্রার্থনা করা যে তিনি যেন প্রার্থনাকারীকে এই মহান মতলব (ছিরাতে মুস্তাকীম) দান করেন। এটা এমন মতলব, দুনিয়া ও আখেরাতে এর চেয়ে উত্তম কিছু আল্লাহ কাউকে দান করেন নি। আল্লাহপাক মক্কা বিজয়ের পর তাঁর প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অনুগ্রহের উল্লেখ করে বলেনঃ

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

(যাতে তোমার) "প্রভু তোমাকে ছিরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করেন"।

এখানে الهداية বলতে তাওফীক ও পথ প্রদর্শন বুঝানো হয়েছে।

বান্দাহ্র পক্ষে উচিত উপরোক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা। কেননা,ছিরাতে মুস্তাকীমের

প্রতি হেদায়াতের মধ্যে ফলপ্রসু জ্ঞান ও নেক আমল অন্তর্ভুক্ত যাতে বান্দাহ আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত এর উপর সঠিক ভাবে পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

اَلصِّرَاطُ এর অর্থ স্পষ্ট পথ। আর, اَلْمُسْتَقِيمَ এর অর্থ এমন পথ যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। ছিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা সেই ধর্ম বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহপাক তাঁর রাসূলের উপর নাযেল করেছেন এবং এটাই তাদের পথ যাদের উপর আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। আর, তারা হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণ।*

أنعمت عليهم "তুমি যাদের উপর নেয়ামত দান করেছ" এর ব্যাখ্যায় এখানে তাফ্সীরে ইবনে কাছীরে বর্ণিত আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামের তাফ্সীর অনুসরন করা হয়েছে। তবে ইবনে কাছীরসহ অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর তাফ্সীরকে অগ্রধিকার দিয়েছেন। তারা আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহপাকের এই আয়াত পেশ করেনঃ

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

প্রিয় পাঠক, আপনি সর্বদা প্রতি রাকাতে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করছেন, তিনি যেন আপনাকে নিয়ামত প্রাপ্তদের পথে পরিচালিত করেন। আপনার উপর আল্লাহ্ পাকের এ কথা সত্য বলে স্বীকার করা যে এ পথই হল ছিরাতে মুস্তাকীম। তাই, যখনই কোন পদ্ধতি, জ্ঞান বা এবাদত এই পথের পরিপন্থী হবে তা ছিরাতে মুস্তাকীম হতে পারেনা। বরং তা হবে বক্র বিভ্রান্ত। এটাই হল উক্ত আয়াতের প্রথম দাবী এবং একে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেই হবে। প্রত্যেক মুমেনকে অবশ্যই শয়তানের এই প্রবঞ্চনা ও ধোকা যে উপরোক্ত বিষয়ে মোটামুটি ভাবে বিশ্বাস রেখে বিস্তারিতভাবে পরিত্যাগ করা চলে, এই বিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা অধিকাংশ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) এই বিশ্বাস পোষন করে যে রাসূলুল্লাহ্

=আর, যে আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে ঐসব লোকের সাথী হবে যাদের প্রতি আল্লাহপাক অনুগ্রহ করেছেন, তারা হলেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল নেক বান্দাহগণ। আর, তাদের সান্নিধ্য কতই উত্তম। (সূরা নিসা- ৬৯) - অনুবাদক

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা তার বিরোধী হবে তা বাতেল। এরপর যখন তিনি এমন কিছু নিয়ে আসেন যা তাদের প্রবৃত্তি চায় না তখন তারা ওদের মত হয়ে যায় যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেনঃ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

"তখন তারা এক দলকে অবিশ্বাস করে এবং এক দলকে তারা হত্যা করে।" (সূরা মায়েদা-৭০)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার গজব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে"।

'যাদের উপর গজব পড়েছে তারা হল ঐসব ওলামা যারা তাদের ইলম মোতাবেক আমল করে নাই, এবং الضالون 'পথভ্রষ্ট' ওরাই যারা ইলম ব্যতীরেকে আমল করে। প্রথমটা হল ইয়াহুদীদের গুণ আর দ্বিতীয়টা হল খৃষ্টানদের গুণ।

অনেক লোকের অবস্থা এই যে, তারা যখন তাফসীরে দেখে ইয়াহুদীরা গজবপ্রাপ্ত, আর খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট, তখন সেই জাহেল লোকদের ধারণা হয় যে উপরোক্ত গুণাবলী ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং একথাও তারা স্বীকার করে যে আল্লাহ তাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন যেন তারা এই দো'আ করে এবং উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

সুবহানাল্লাহ! কিভাবে সে ধারণা করে যে তাকে আল্লাহপাক এই শিক্ষা দিলেন এবং তার জন্য পছন্দ করে তার উপর ফরজ করে দিলেন যেন সে সর্বদা এই দো'আ করে, অথচ, তার উপর এ কাজের কোন ভয় নেই। এমনকি, সে চিন্তা ও করেনা যে সে এমন কাজ করতে পারে। এটা অল্লাহ্র উপর তার কু-ধারণার অন্তর্ভুক্ত ।

আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

(সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা এখানেই শেষ)

উল্লেখযোগ্য যে, আমীন শব্দটি সূরা ফাতেহার অংশ নয়। এটা দো'আর উপর সমর্থন সূচক শব্দ। এর অর্থ, "হে আল্লাহ, তুমি কবুল কর"। জাহেল লোকদের এই বিষয়টি জানিয়ে দেয়া কর্তব্য, যাতে তারা এ ধারণা পোষণ না করে যে, এ শব্দটি আল্লাহ্‌র কালামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত

পরিশেষে, দরূদ ও সালাম জানাই আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরি-বারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি।

সমাপ্ত